SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

# পদার্থধর্মসংগ্রহে গুণরূপে শব্দ: একটি বিশ্লেষণ

ড. কল্যাণ ব্যানার্জী

ভারতীয় দর্শনে অধিবিদ্যা (Metaphysics), জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), ভাষাদর্শন (Philosophy of Language) প্রভৃতি শাখাগুলির আঙ্গিকে শব্দকেন্দ্রিক নানা জিজ্ঞাসা দীর্ঘকাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, শব্দের উৎপত্তি, বিনাশ, শব্দের দ্রব্যত্ব বা গুণত্ব বিষয়ক আলোচনা শব্দ সম্পর্কিত শব্দের আধিবিদ্যক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। আবার শব্দ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ কি না, অর্থাৎ শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ কিনা এই প্রশ্ন শব্দের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত। আবার বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের স্বরূপ, বিভাগ, শব্দার্থ, বাক্যার্থ ইত্যাদি আলোচনা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। উপরোক্ত আলোচনার রেশ ধরে একথা বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনে শব্দকেন্দ্রিক আলোচনা যেমন বহুরৈখিক ও বহুমুখী তেমনি সুগভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে শব্দ সম্পর্কিত উক্ত সুগভীর আলোচনার আধিবিদ্যক দিকটিকেই প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বাহুল্য বর্জনের উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার পূর্ণাঙ্গ দিকটি উপস্থাপিত হবে না। শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার একটি অংশ আলোচিত হবে। শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার সেই অংশটি হল গুণরূপে শব্দের অবস্থান বিষয়ক। এই আলোচনা আলোচিত হবে বৈশেষিক দর্শনের একটি মুখ্য গ্রন্থ *পদার্থধর্মসংগ্রহ* অনুসরণ করে। প্রশস্তপাদাচার্য কর্তৃক বিরচিত *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ভাবে মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য কিনা এই বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে *পদার্থধর্মসংগ্রহ* একটি ভাষ্যস্থানীয় গ্রন্থ যা *প্রশস্তপাদভাষ্য* নামেও পরিচিত। উভয় গ্রন্থেই শব্দ দ্রব্য নয়, শব্দ একটি গুণ, এবং আকাশ নামক দ্রব্যের গুণ এই মতই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উভয় গ্রন্থের আলোকে গুণরূপে শব্দের স্বরূপ বা অবস্থান বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের অবকাশ কম, তবে প্রসঙ্গ অনুসারে *বৈশেষিকসূত্র* অনুসরণ করে *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থটির আলোকে গুণ রূপে শব্দের অবস্থান বিষয়ক আলোচনা করা হবে। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শব্দ সম্পর্কিত আধিবিদ্যক আলোচনার আলোকে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক নানা বিতর্ক ভারতীয় দর্শনে শব্দচর্চা বিষয়ক আলোচনাকে গভীরতা প্রদান করেছে। এই প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে প্রশস্তপাদাচার্যের

*পদার্থধর্মসংগ্রহ* নামক ভাষ্যগ্রন্থটি অনুসরণ করে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক সেই গভীর আলোচনাকে স্পর্শ করার প্রয়াস মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক আলোচনাটি সমীক্ষাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী।

প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থের গুণপ্রকরণে শব্দ সম্পর্কীত সুস্পষ্ট ব্যাখা প্রদান কল্পে শব্দের যে ভাষ্য প্রস্তুত করেছেন তার মধ্য দিয়ে শব্দ যে আকাশের গুণ সেকথা যেমন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তেমনি শব্দ তার আশ্রয়ের সঙ্গে একাশ্রয়ে থাকেনা, শব্দ ক্ষণিক, অর্থাৎ শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ যুক্ত, এবং শব্দ তার কতকগুলি সমানজাতীয় কারণ থেকে ও কতকগুলি অসমানজাতীয় কারণ থেকে উৎপন্ন হয় একথা বলার মধ্য দিয়ে শব্দের অনিত্যতাও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। *পদার্থধর্মসংগ্রহ* অনুসরণ করে শব্দের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে এভাবে "শব্দোঽস্বরগুণঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ ক্ষণিকঃকার্যকারণোভয়োবিরোধী সংযোগবিভাগশব্দজঃ প্রদেশবৃত্তিঃ সমানাসমানজাতীয়কারণঃ।"[১] অর্থাৎ, শব্দ আকাশের গুণ (শব্দোঽস্বরগুণঃ) এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় (শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ), শব্দ ক্ষণিক (ক্ষণিকঃ), শব্দের কার্য এবং শব্দের কারণ এই উভয়ই শব্দের বিনাশের কারণ হয় (কার্যকারণোভয়োবিরোধী), শব্দ সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ এই তিনটির কোন না কোনটি থেকে উৎপন্ন হয় (সংযোগবিভাগশব্দজঃ), শব্দ তার আশ্রয়ের সঙ্গে একাশ্রয়ে থাকেনা (প্রদেশবৃত্তিঃ) এবং এই শব্দ কতকগুলি তার সমানজাতীয় কারণ থেকে এবং কতকগুলি অসমানজাতীয় কারণ থেকে উৎপন্ন হয় (সমানাসমানজাতীয়কারণঃ)।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে শব্দ আকাশের গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলির মতোই শব্দ আকাশের গুণ হলেও 'আকাশগুণত্ব' এই বৈশেষিক মত শব্দকে আকশের বিশেষ গুণ হিসেবেই দাবী করে। প্রশস্তপাদাচার্য শব্দকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলেছেন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ব্যাপ্যবৃত্তি, শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি। শব্দ তার আশ্রয় অর্থাৎ আকাশকে ব্যাপ্ত করে থাকেনা। কোনো শব্দ উৎপন্ন হলে তা আকাশের এক বিশেষ অবচ্ছেদেই উৎপন্ন হয়, সমগ্র আকাশ জুড়ে শব্দ উৎপন্ন হয়না। স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে এভাবে, একটি শব্দ উৎপন্ন হলে ঐ শব্দ আকাশের কোনো একটি অংশে আর একটা শব্দ উৎপন্ন করে, ঐ শব্দ থেকে আর একটি শব্দ, একইভাবে বা পরম্পরাক্রমে কর্ণবিবরবর্তী আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দই কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য

[১] প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রশস্তপাদচার্য, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ৪৬৯।

হয়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি আকাশের গুণ হলেও, তা কর্ণবিবরবর্তী আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তার মতো কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। কাজেই বলা যেতে পারে শব্দ যে অর্থে আকাশের গুণ সে অর্থে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি আকাশের গুণ নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় তার আশ্রয়কে সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত করে থাকেনা এবং পরম্পরাক্রমে কর্ণবিবরবর্তী আকাশে উৎপন্ন হওয়ায় আকাশের বিশেষ গুণরূপে কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। প্রশস্তপাদাচার্য এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্যই শব্দ সম্পর্কে বলেছেন "শব্দোঽম্বরগুণঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ" এবং "প্রদেশবৃত্তিঃ"। এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলির মতো সাধারণ নয়।

এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ভাট্টমীমাংসকগণ শব্দকে আকাশের গুণ না বলে দ্রব্য হিসেবে মেনেছেন। যদিও মীমাংসক প্রভাকর এবিষয়ে বৈশেষিক মতের অনুসারী। তিনি শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন। মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট তাঁর *মানমেয়োদয়* গ্রন্থের দ্রব্যপ্রকরণে শব্দের দ্রব্যত্ব সাধন কল্পে কুমারিল ভট্টের মত অনুসরণ করে বলেছেন, "শ্রোত্রমাত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দঃ শব্দত্বজাতিমান্।"[২] ভাট্ট মীমাংসকগণ একাধিক যুক্তির সাহায্যে শব্দের দ্রব্যত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন শব্দকে গুণ বললে প্রত্যক্ষানুভবের বিরধিতা করা হয়। শব্দকে আকাশের গুণ বললে প্রত্যক্ষানুভবের যেমন বিরোধিতা করা হয় তেমনি অনুমানেরও বিরোধিতা করা হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দের গুণত্ব বিষয়ক আলোচনায় ভাট্টমত উল্লেখের তাগিদে শুধুমাত্র শব্দকে আকাশের গুণ বললে কীভাবে প্রত্যক্ষানুভবের বিরোধিতা করা হয় সেই আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। শব্দকে আকাশের গুণ বললে কীভাবে প্রত্যক্ষানুভবের বিরোধিতা করা হয় সেসম্পর্কে ভাট্ট মত প্রকাশ করা যেতে পারে এভাবে। ভাট্ট মতে গুণ সর্বত্র তার আশ্রয়ের সঙ্গেই অনুভূত হয়, কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে তার আশ্রয় ছাড়াই শব্দের অনুভব হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে কোন ফুলের রূপের প্রত্যক্ষ সেই ফুলের সঙ্গে হয়ে থাকে, কিন্তু শব্দকে যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তার আশ্রয় আকাশকে কে কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা হয়না।

[২] "শ্রোত্রমাত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দঃ শব্দত্বজাতিমান্। দ্রব্যং সর্বগতো নিত্যঃ কুমারিলমতে মতঃ।।" মানমেয়োদয়ঃ, নারায়ণ ভট্ট, শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

কাজেই শব্দকে আকাশের গুণ বললে প্রত্যক্ষানুভবের বিরোধিতা করা হয়। এরূপ প্রত্যক্ষানুভবের বিরোধিতা দ্বারা বোঝা যায় শব্দ দ্রব্য, গুণ নয়।[৩]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে শব্দের স্বরূপ প্রকাশের পাশাপাশি শব্দ গুণ না দ্রব্য না কর্ম? এজাতীয় একটি সংশয় প্রকাশ করে শব্দকে গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে উক্ত সংশয়ের নিরাশ করেছেন। বিষয়টিকে প্রকাশ করা যেতে পারে এভাবে। বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের একুশ সংখ্যক সূত্রে "শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দ" এভাবে শব্দের স্বরূপ প্রকাশের পর "তুল্যজাতীয়েষ্বর্থান্তরভূতেষু বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ" এই বাইশ সংখ্যক সূত্রে শব্দ গুণ না দ্রব্য না কর্ম? এজাতীয় একটি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তেইশ সংখ্যক সূত্রে শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডনে বলা হয়েছে "একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্"। অর্থাৎ, একটিমাত্র দ্রব্যে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে শব্দ দ্রব্য নয়। আবার চব্বিশ সংখ্যক সূত্রে শব্দ যে কর্ম নয় সেকথা প্রতিপাদন করতে বলা হয়েছে "নাপি কর্মাঽচাক্ষুষত্বাৎ"। অর্থাৎ, শব্দ কর্ম নয় কারণ তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভাট্ট মীমাংসকদের মতো বৈশেষিক আচার্যগণ শব্দকে দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কেন বৈশেষিক দর্শনে শব্দকে অন্যান্য দ্রব্যের গুণ না বলে আকাশের গুণ বলা হল? এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বৈশেষিক সূত্রকার কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পঁচিশ সংখ্যক সূত্র থেকে সাতাশ সংখ্যক সূত্রে শব্দ কেন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, কাল, দিক, আত্মার ও মনের গুণ হতে পারেনা তার কারণ প্রদর্শনপূর্বক আকাশের গুণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের আকাশ প্রকরণে প্রশস্তপাদাচার্যও একটি পরিশেষানুমানের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন শব্দ স্পর্শবান দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু তৎসহ আত্মা এবং দিক, কাল ও মনের গুণ নয়, শব্দ আকাশের গুণ, এবং পরিশেষে তিনি বলেছেন শব্দ একমাত্র আকাশেরই গুণ আর আকাশের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় শব্দ হল লিঙ্গ। শব্দের এই 'আকাশগুণত্ব' বিষয়ে বৈশেষিক সূত্রকার

[৩] "তত্র গুণস্য সর্বত্র সাশ্রয়তয়া প্রতীয়মানত্বাদিহ চ নিরাশ্রয়তয়ৈব প্রতীতিদর্শনাৎপ্রত্যক্ষবিরোধঃ।" মানমেয়োদয়ঃ, নারায়ণ ভট্ট, শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

কণাদের বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পঁচিশ সংখ্যক সূত্র এবং সাতাশ সংখ্যক সূত্র অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর প্রশস্তপাদাচার্যের *পদার্থধর্মসংগ্রহ* অনুসরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পঁচিশ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে "কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ"। এই সূত্রে বলা হয়েছে শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের গুণ হতে পারেনা। স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি অবয়ব ও অবয়বী ভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবী, জল, তেজ, ও বায়ু এই চারটি স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য অবয়ব-অবয়বী ভেদে বিভক্ত। এরকম দেখা যায় যে অবয়বের গুণ অবয়বীতে বিদ্যমান থাকে। যেমন তন্তুরূপ ও বস্ত্ররূপ। এখন শব্দ যদি স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের গুণ হত তাহলে অবয়ব ও অবয়বী উভয়েই বিদ্যমান থাকত। কিন্তু শব্দ সেভাবে থাকেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'বীণা' শব্দ বীণাবয়বে বা 'মৃদঙ্গ' শব্দ মৃদঙ্গাবয়বে থাকেনা। তাই বলা যেতে পারে শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যগুলির গুণ হতে পারেনা।

আবার ছাব্বিশ সংখ্যক সূত্রে তিনি বলেছেন "পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ"। এই সূত্রটির দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন শব্দ না আত্মা না মনের গুণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা শব্দ আত্মাভিন্ন অন্য দ্রব্যে সমাবায় সম্বন্ধে থাকে এবং তা বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয়। শব্দ যদি আত্মার গুণ হত তাহলে "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" এরূপ বোধের মতো "আমি শব্দ" এরূপ বোধ হত । কিন্তু তা হয়না। তাছাড়া শব্দ যদি আত্মার গুণ হত তাহলে বধির ব্যক্তিরও শব্দানুভূতি হত, কিন্তু তাও হয়না। মনের দ্বারাই আত্মগুণ গৃহীত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা নয়। শব্দ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষলব্ধ। আবার শব্দকে মনের গুণও বলা যায়না, কেননা মনের কোন গুণ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। একই যুক্তিতে শব্দকে দিক বা কালেরও গুণ বলা যায়না, কারণ দিক বা কালের গুণও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। উপরোক্ত আলোচনা অর্থাৎ বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পঁচিশ সংখ্যক এবং ছাব্বিশ সংখ্যক সূত্রকে আনুসরণ করে বলা যায় যে, শব্দ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু তৎসহ আত্মা এবং দিক, কাল ও মনের গুণ নয়। বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সাতাশ সংখ্যক সূত্রে মহর্ষি কণাদ বলেছেন "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশ্য"। পঁচিশ সংখ্যক এবং ছাব্বিশ সংখ্যক সূত্রে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের গুণ হিসেবে শব্দের গুণত্বাভাব দেখিয়েছেন এবং পরিশেষে সাতাশ সংখ্যক সূত্রে যখন পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের গুণ হিসেবে শব্দকে গণ্য করা গেলনা অথচ শব্দ একটি

গুণ তখন তা আকাশের অনুমাপক বা লিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হোক এই বক্তব্য প্রতিপাদন করেছেন। বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সাতাশ সংখ্যক সূত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একারণেই যে এই সূত্রটি পঁচিশ সংখ্যক এবং ছাব্বিশ সংখ্যক সূত্র দুটিকে ভর করে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধির বা আকাশানুমানের লিঙ্গ হিসেবে শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বলা যেতে পারে, মহর্ষি কণাদ প্রণিত বৈশেষিক সূত্রের প্রতিটি সূত্রাক্ষর ধরে *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থটি রচিত না হলেও বৈশেষিক সূত্রের রেশ ধরেই *পদার্থধর্মসংগ্রহের* আকাশ প্রকরণে *পদার্থধর্মসংগ্রহকার* প্রশস্তপাদাচার্য একটি পরিশেষানুমানের উল্লেখ করেছেন। বলা যেতে পারে বৈশেষিক সূত্রকারকে অনুসরণ করেই প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন ‘‘শব্দঃ প্রত্যক্ষত্বে সত্যকারণগুণপূর্বকত্বাদযাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদাশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেশ্চ ন স্পর্শবদবিশেষগুণঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বাদাত্মান্তরগ্রাহ্যত্বাদাত্মন্যসমবায়াদহঙ্কারেণ বিভক্তগ্রহণাচ্চনাত্মগুণঃ। শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বাদ্বৈশেষিকগুণভাবাচ্চ ন দিক্কালমনসাম্। পরিশেষাদ্‌গুণো ভূত্বা আকাশস্যাধিগমে লিঙ্গম্।’’[৪] প্রশস্তপাদাচার্যের এই বক্তব্যের পরিশেষে শব্দকে আকাশসিদ্ধির লিঙ্গ হিসেবে প্রতিপাদন করার প্রয়াস অপরাপর কতকগুলি অনুমান থেকে অনুসৃত যেগুলি উক্ত বক্তব্যের মধ্যেই সন্নিবেশিত আছে। যেমন

প্রথম অনুমানে তিনি বলেছেন ‘‘শব্দঃ প্রত্যক্ষত্বে সত্যকারণগুণপূর্বকত্বাদযাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদাশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেশ্চ ন স্পর্শবদবিশেষগুণঃ।’’

দ্বিতীয় অনুমানে তিনি বলেছেন ‘‘বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বাদাত্মান্তরগ্রাহ্যত্বাদাত্মন্যসমবায়াদহঙ্কারেণ বিভক্তগ্রহণাচ্চনাত্মগুণঃ।’’

তৃতীয় অনুমানে তিনি বলেছেন ‘‘শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বাদ্বৈশেষিকগুণভাবাচ্চ ন দিক্কালমনসাম্।’’ উপরোক্ত তিনটি অনুমানে একাধিক হেতু প্রদর্শনপূর্বক প্রশস্তপাদাচার্য দেখিয়েছেন, শব্দ স্পর্শবান দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ুসহ আত্মা, দিক, কাল, মনেরও গুণ নয়, শব্দ আকাশের গুণ, এবং পরিশেষে বলেছেন শব্দ একমাত্র আকাশেরই গুণ আর আকাশের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় শব্দ হল লিঙ্গ।

[৪] প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রশস্তপাদ, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ১২৩।

শব্দ যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই চারটি স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ নয় সেকথা প্রতিপাদন করতে প্রশস্তপাদাচার্য প্রথম আনুমানে ‘‘শব্দঃ প্রত্যক্ষত্বে সত্যকারণগুণপূর্বকত্বাদযাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাদাশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেশ্চ ন স্পর্শবদবিশেষগুণঃ’’[৫] এই হেতুবাক্যটি উল্লেখ করেছেন। এখানে ‘স্পর্শবদবিশেষগুণত্বাভাব’ রূপ সাধ্যের অনুমিতিতে ব্যবহৃত যে হেতুবাক্যটি উল্লেখ করেছেন সেটিকে বিশ্লেষণ করলে যে তিনটি হেতু পাওয়া যায় তা হলো, ‘‘প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্বকত্বাৎ’’, ‘‘অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব’’ এবং ‘‘আশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেঃ’’।

উক্ত তিনটি হেতুর প্রথমটির দ্বারা অর্থাৎ ‘‘প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্বকত্বাৎ’’ এই হেতুটি উল্লেখের দ্বারা প্রশস্তপাদাচার্য যে কথা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা হল শব্দ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি স্পর্শবান দ্রব্যের বিশেষ গুণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পটের রূপের কথা। পটের রূপ, পটের কারণ যে তন্তু সেই তন্তুর রূপানুসারে তন্তুর রূপ জন্য, যেহেতু পটের রূপের প্রতি পট সমবায়ি কারণ। বলা যেতে পারে পট যে তন্তুতে সমাবায় সম্বন্ধে থাকে সেই তন্তুতে তন্তুর রূপ থাকে। তাই তন্তুর রূপটি পটরূপের যে কারণ পট, সেই কারণের সঙ্গে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে পটরূপের সমবায়ি কারণ পটে থাকে এবং পটের কারণ হয়। এভাবেই স্পর্শবানের বিশেষগুণগুলি কারণগুণপূর্বক হয়। কিন্তু শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দের প্রত্যক্ষ হয় এবং তা অকারণগুণপূর্বক। আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় এবং শব্দ যে আশ্রয়ে (আকাশে) থাকে তার কারণের গুণ জন্য নয়। একারণেই প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন শব্দে প্রত্যক্ষত্ববিশিষ্টঅকারণগুণপূর্বকত্ব থাকে আর তাই শব্দ স্পর্শবান দ্রব্যের বিশেষ গুণ নয় আকাশের বিশেষ গুণ।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে দ্বিতীয় হেতুটি অর্থাৎ ‘অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব’ এই হেতুটির দ্বারাও শব্দের ‘স্পর্শবদবিশেষগুণত্বাভাব’ সিদ্ধ হয়। অযাবদ্দ্রব্যভাবি বলতে বোঝানো হয়েছে, যতক্ষণ দ্রব্য থাকে ততক্ষণ যে গুণ থাকেনা তাকে অযাবদ্দ্রব্যভাবি বলে। যেমন শঙ্খে মুখোত্থবায়ুর অভিঘাত হলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দ যতক্ষণ শঙ্খ থাকে ততক্ষণ শঙ্খে থাকেনা।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে একই ভাবে তৃতীয় হেতুটি অর্থাৎ, ‘আশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেঃ’ হেতুটির দ্বারাও শব্দের ‘স্পর্শবদবিশেষগুণত্বাভাব’ সিদ্ধ হয়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে এভাবে, শব্দের আশ্রয়

[৫] ঐ।

যে শঙ্খ তার থেকে অন্যত্র বা দূরে কর্ণশষ্কুলীপ্রদেশে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু অন্যের গুণ অন্যত্র উপলব্ধ হওয়ার অবকাশ থাকেনা। সেকরণে শব্দ স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ হতে পারেনা।

দ্বিতীয় অনুমানে প্রশস্তপাদাচার্য শব্দ আত্মার গুণ নয় এই বক্তব্য সিদ্ধ করতে যে হেতুবাক্যটি উল্লেখ করেছেন তা হল ''বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বাদাত্মান্তরগ্রাহ্যত্বাদাত্মন্যসমবায়াদহঙ্কারেণ বিভক্তগ্রহণাচ্চনাত্মগুণঃ''।[৬] শব্দ আত্মার গুণ নয় একথা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উক্ত হেতুবাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে যে চারটি হেতুর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হল, ''বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বাৎ'', ''আত্মান্তরগ্রাহ্যত্বাৎ'', ''আত্মন্যসমবায়াৎ'' এবং ''অহঙ্কারেণ বিভক্তগ্রহনাৎ''।

উক্ত চারটি হেতুর প্রথমটির দ্বারা অর্থাৎ 'বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বাৎ' এই হেতুটি উল্লেখের দ্বারা প্রশস্তপাদাচার্য যে কথা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা হল শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়রূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আত্মার গুণ কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়না। সুতরাং শব্দকে আত্মার গুণ বলা যায়না বা শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব আছে।

দ্বিতীয় হেতুটি অর্থাৎ 'আত্মান্তরগ্রাহ্যত্বাৎ' এই হেতুটির দ্বারাও প্রশস্তপাদাচার্য শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব সিদ্ধ করতে বলেছেন, বাঁশি বা শঙ্খ থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দ অন্যান্য মানুষেরও শ্রোত্রগ্রাহ্য হয়, কিন্তু আত্মার গুণের ক্ষেত্রে তা হনা। যে আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হয় সেই আত্মাই অর্থাৎ সেই মানুষই সেই সুখ অনুভব করে, অপরে করেনা। তাই বলা যেতে পারে আত্মান্তরগ্রাহ্যত্বহেতুক শব্দ আত্মার গুণ নয়।

তৃতীয় হেতুটি অর্থাৎ 'আত্মন্যসমবায়াৎ' এই হেতুটির দ্বারাও প্রশস্তপাদাচার্য শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব সিদ্ধ করতে বলেছেন শব্দ আত্মাতে অসমবেত তাই শব্দ আত্মার গুণ নয়। শব্দ রূপাদি গুণের মতো বহির্মুখভাবে জ্ঞাত হয়। আত্মার গুণ কিন্তু বহির্মুখভাবে জ্ঞাত হয়না, হয় আন্তরমুখভাবে জ্ঞাত হয়। আর একারণেই শব্দ রূপাদি গুণের মতো আত্মাতে অসমেবত। এভাবেই প্রশস্তপাদাচার্য আত্মন্যসমবায়াৎ হেতুটি উল্লেখ করে শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব সিদ্ধ করেছেন।

[৬] প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রশস্তপাদ, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ১২৩।

চতুর্থ হেতুটি অর্থাৎ 'অহঙ্কারেণ বিভক্তগ্রহনাৎ' এই হেতুটির দ্বারাও প্রশস্তপাদাচার্য শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব সিদ্ধ করতে বলেছেন, অহংকারের যেমন জ্ঞান হয় শব্দের সেরূপ জ্ঞান হয়না। যেমন অহংকারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ''আমি জানি'' এরূপ জ্ঞান হয়, শব্দের ক্ষেত্রে ''আমি শব্দ'' এরূপ জ্ঞান হয়না, ''এটি মৃদু শব্দ'' ''ঐ শব্দটি কর্কশ'' এরূপ জ্ঞান হয়। বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলা যায় এভাবে যা আত্মার গুণ তা অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি' জ্ঞানের আশ্রয়ের সমানাধিকরণরূপে গৃহীত হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ''আমি সুখী'' বা ''আমি দুঃখী'' ইত্যাদি। শব্দ কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ের সমানাধিকরণরূপে গৃহীত হয়না, গৃহীত হয় ব্যাধিকরণরূপে। তাই শব্দ আত্মার গুণ নয়।

তৃতীয় অনুমানে প্রশস্তপাদাচার্য শব্দ দিক, কাল ও মনের গুণ নয় একথা সিদ্ধ করতে যে হেতুবাক্যটি উল্লেখ করেছেন তা হল ''শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বাদ্বৈশেষিকগুণভাবাচ্চ ন দিক্কালমনসাম্''।[৭] এই হেতুবাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে যে দুটি হেতুর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হল, ''শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব'' এবং ''বিশেষগুণত্ব''।

প্রশস্তপাদাচার্য উপরোক্ত হেতু দুটির প্রথম হেতুটি অর্থাৎ ''শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব'' এই হেতুটির মাধ্যমে যে কথা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা হল দিক, কাল ও মনের গুণ শ্রোত্রগ্রাহ্য হয়না, কিন্তু শব্দ শ্রোত্রগ্রাহ্য। কাজেই, শব্দ দিক, কাল ও মনের গুণ নয়।

এবং দ্বিতীয় হেতুটি অর্থাৎ ''বিশেষগুণত্ব'' এই হেতুটি উল্লেখ করে যে কথা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তাহল দিক, কাল ও মনের কোনো বিশেষ গুণ থাকেনা, কিন্তু শব্দ বিশেষ গুণ। সুতরাং শব্দ দিক, কাল ও মনের গুণ নয়।

উক্ত তিনটি অনুমান প্রদর্শনের পরিশেষে বলেছেন ''পরিশেষাদ্‌গুণো ভূত্বা আকাশস্যাধিগমে লিঙ্গম্''। আকাশের সদ্‌ভাবের প্রতিপাদক প্রমাণের দ্বারা শব্দরূপ আকাশের গুণ সিদ্ধ করে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, শব্দ হল আকাশের লিঙ্গ বা অনুমাপক, যা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা, দিক, কাল ও মনের গুণ নয়। শব্দ হল আকাশের গুণ।

[৭] প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রশস্তপাদ, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ১২৩।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে পদার্থধর্মসংগ্রহে গুণরূপে শব্দের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশস্তপাদাচার্য গুণরূপে শব্দের আলোচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তাতে কোন পূর্বপক্ষমত পর্যালোচনা বা খণ্ডনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও এবিষয়ে অর্থাৎ শব্দের গুণত্ব সিদ্ধি বিষয়ে নানা বিতর্ক দার্শনিক পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়। তিনি গুণরূপে শব্দ আলোচনায় বৈশেষিক সূত্রকারের মত প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন এমন কথা না বলা গেলেও, স্বমত ব্যক্ত করতে তিনি বৈশেষিক সূত্রকারের মত উপেক্ষা করেছেন এমন কথাও বলা যায়না। পদার্থধর্মসংগ্রহে বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের আকাশানুমান বিষয়ক এবং ঐ অধ্যায়েরই দ্বিতীয় আহ্নিকের শব্দলক্ষণ বা শব্দের গুণত্ব স্থাপন বিষয়ক প্রতিটি সূত্র সূত্রাক্ষর ধরে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যাত না হলেও পদার্থধর্মসংগ্রহে বৈশেষিক সূত্রের প্রভাব স্পষ্ট। তাছাড়া একথাও বলা যায় যে গুণরূপে শব্দের আলোচনায় উভয় গ্রন্থের আলোচনার ধারা ও লক্ষ্য অভিন্ন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি *পদার্থধর্মসংগ্রহে* গুণরূপে শব্দের অবস্থান হল শব্দ আকাশের গুণ, কিন্তু সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি যে অর্থে আকাশের গুণ সে অর্থে শব্দ আকাশের গুণ নয়। শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পদার্থধর্মসংগ্রহকার স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি, অর্থাৎ শব্দ তার আশ্রয় আকাশকে ব্যাপ্ত করে থাকেনা। পদার্থধর্মসংগ্রহকারের এই বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে শব্দ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের মত গুণ নয়, কারণ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি।

গুণরূপে শব্দের আলোচনায় শব্দ সম্পর্কীত "শ্রোত্রগ্রাহ্যতেসতি আকাশগুণত্ব" এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তের বিশেষ গুরুত্ব আছে। শব্দ যে 'শ্রোত্রগ্রাহ্য' সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যেমন *পদার্থধর্মসংগ্রহে* পরিলক্ষিত হয় তেমনি 'আকাশগুণত্ব' এই বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় *বৈশেষিকসূত্র* যেমন অনুসৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তেমনি 'আকাশগুণত্ব' এই বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রদানকালে পদার্থধর্মসংগ্রহকার স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। শব্দকে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের গুণ হিসেবে নয়, আকাশের গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে পদার্থধর্মসংগ্রহকার তিনটি পৃথক অনুমানে একাধিক হেতু প্রদর্শন করেছেন। এই আলোচনায় শব্দ গুণ হিসেবে, শব্দ বিশেষ গুণ হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনি

স্পর্শবান দ্রব্য পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর গুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় এবং শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার সুবাদে আকাশের গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবার পদার্থধর্মসংগ্রহকার "গুণরূপে শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়রূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আত্মার গুণ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়না" একথা প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে শব্দের আত্মগুণাবত্বাভাব প্রতিপাদন করেছেন। পদার্থধর্মসংগ্রহকার 'শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব' ও 'বিশেষগুণত্ব' হেতুদুটির উল্লেখের মধ্য দিয়ে "শব্দ দিক, কাল ও মনের গুণ নয় কারণ দিক, কাল ও মনের গুণ শ্রোত্রগ্রাহ্য হয়না, কিন্তু শব্দ শ্রোত্রগ্রাহ্য এবং দিক, কাল ও মনের কোনো বিশেষ গুণ থাকেনা, কিন্তু শব্দ বিশেষ গুণ" একথা প্রতিপাদন করেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধের পরিশেষে *পদার্থধর্মসংগ্রহের* আকাশ প্রকরণে প্রশস্তপাদাচার্য কর্তৃক উল্লেখিত "পরিশেষাদ্‌গুণো ভূত্বা আকাশস্যাধিগমে লিঙ্গম্" এই পরিশেষানুমানটি অবতারণা করা যেতে পারে। এই পরিশেষানুমানটিতে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধির লিঙ্গ হিসেবে শব্দের বিশেষ ভূমিকা প্রদর্শিত হয়েছে। শব্দের গুণত্বসিদ্ধি সর্বোপরি শব্দের আকাশগুণত্বসিদ্ধি না হলে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধি অসম্ভব। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে পদার্থধর্মসংগ্রহকার তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহের আকাশ প্রকরণে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ ও বিভাগের সঙ্গেই শব্দকে আকাশের গুণ হিসেবে এবং গুণপ্রকরণে রূপাদি চব্বিশ প্রকার গুণের সঙ্গে শব্দের অন্তর্ভূক্তি ঘটিয়ে শব্দকে দ্রব্যাশ্রিত গুণ হিসেবে প্রদর্শন করেছেন। আবার আকাশ প্রকরণে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে শব্দের গুণত্বাভাব দেখিয়ে আকাশে এবং একমাত্র আকাশে শব্দে গুণত্বসিদ্ধির মাধ্যমে পরিশেষে শব্দ যে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধির (আকাশানুমানের) লিঙ্গ বা অনুমাপক সেকথা প্রতিপাদন করেছেন।

## গ্রন্থপঞ্জি

১। কর, গঙ্গাধর, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২। জৈমিনি, *মীমাংসা-দর্শনম্,* পন্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪১৬।

৩। প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দন্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক সম্পাদিত ভাষ্যবিবৃতি ও বিবরণসহ, দামোদর আশ্রম (১ম ও ২য় খন্ড), কলকাতা, ২০১৭।

৪। ভট্টাচার্য, সুখময়, *পূর্বমীমাংসা দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩।

৫। মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, *বৈশেষিক দর্শন,* প্রগতিশীল প্রকাশন, ২০১১।

৬। মণ্ডল, নীলিমা, *শাব্দবোধে ব্যুৎপত্তিবাদ প্রসঙ্গ,* শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটর ২০০৩।

৮। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, *বৈশেষিকদর্শনম্,* বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, (বসুমতি সাহিত্যমন্দির), কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।